সংবাদ

তারিখ ... ২৫ OCT 2016 ... পৃঃ ... ২ ... কলাম ... ৩ ...

রংপুরে ধর্ষিতা ছাত্রীর প্রতি স্কুল কর্তৃপক্ষের অমানবিক আচরণ

ধর্ষক গ্রেফতার হলেও প্রধান আসামি ঘুরে বেড়াচ্ছে

লিয়াকত আলী বাদল, রংপুর

রংপুরের মিঠাপুকুরে নবম শ্রেণীর এক স্কুলছাত্রীকে ডেকে নিয়ে ধর্ষণ করেছে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যানের ভাতিজা রাশেদুল ইসলাম। এ ঘটনার বিচার চাইতে গিয়ে অমানুষিক নির্যাতনের শিকার হয় ধর্ষিতা স্কুলছাত্রী ও তার স্বজনরা। শুধু তাই নয়, উল্টো ছাত্রীকে অপবাদ দিয়ে স্কুল থেকে টিসি দিয়ে বের করে দেয়া হয়। এই অমানবিক ঘটনাটি ঘটেছে রংপুরের মিঠাপুকুর উপজেলার বড়বালা ইউনিয়নের তরফ বাহাদি গ্রামে। এ ঘটনায় থানায় মামলা দায়ের করা হলেও পুলিশ ধর্ষক রাশেদুলসহ অন্যান্য আসামিদের কাউকেই গ্রেফতার করেনি। তবে উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে এ ঘটনা জানাজানি হলে তোলপাড় শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত ধর্ষক রাশেদুল ইসলামকে গত বুধবার রাতে গ্রেফতার করে পুলিশ।

এদিকে প্রশাসন স্থানীয় গণমাধ্যম কর্মী ও মানবাধিকার সংগঠনের প্রতিবাদের মুখে স্কুল কর্তৃপক্ষ স্কুলছাত্রীকে দেয়া টিসি প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয় এবং বৃহস্পতিবার ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক আনিসুর রহমান নিজেই ওই ছাত্রীর বাড়িতে গিয়ে তাকে স্কুলে নিয়ে আসে। তবে ঘটনার মূলহোতা মামলার আসামি ধর্ষকের চাচা ও স্থানীয় বালারহাট ইউপি চেয়ারম্যান সাহেব আলী সরকারসহ ৪ আসামিকে এখনও গ্রেফতার করেনি পুলিশ। বরং তারা প্রকাশ্যই ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং মামলা তুলে রংপুরে : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

রংপুরে : ধর্ষিতা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নেয়ার হুমকি দিচ্ছে বলে ধর্ষিতা স্কুলছাত্রীর স্বজনদের অভিযোগ।

পুলিশ ও এলাকাবাসী জানিয়েছে, মিঠাপুকুর উপজেলার বড়বালা ইউনিয়নের পশ্চিম বড়বালা গ্রামের আব্দুল হকের মেয়ে স্থানীয় শহীদ জিয়াউর রহমান বালিকা বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্রী। সে স্কুলে যাওয়া-আসার পথে ছড়ান বাজারে অবস্থিত স্টুডিও'র মালিক রাশেদুল ইসলাম তাকে বিভিন্নভাবে উত্ত্যক্ত করতো। তাকে প্রেমের প্রস্তাব দিতো। গত ১ সেপ্টেম্বর স্কুল থেকে বাসায় ফেরার পথে বখাটে রাশেদুল তাকে তার দোকানের সামনে স্টুডিওতে ডেকে নিয়ে গিয়ে স্টুডিওর ভেতরে ধর্ষণ করে। ধর্ষিতা স্কুলছাত্রী বাসায় ফিরে তার বাবা আব্দুল হকসহ স্বজনদের জানালে তারা সকলে মিলে ধর্ষক রাশেদুলের বাড়িতে গিয়ে ঘটনা জানিয়ে বিচার চাইলে ধর্ষক রাশেদুলের বাবা শাহাদুর রহমান দুলাল ও চাচা স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান সাহেব আলী সরকারসহ অন্যরা ধর্ষিতা স্কুলছাত্রীসহ তার বাবা ও স্বজনদের ওপর হামলা চালিয়ে তাদের মারধর করে। স্কুলছাত্রীকে অমানুষিক নির্যাতন করলে তাকে গুরুতর আহত অবস্থায় রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হয়। এ ঘটনায় পরের দিন ১২ সেপ্টেম্বর স্কুলছাত্রীর মা আফরোজা বেগম বাদী হয়ে ধর্ষক রাশেদুল ও তাদের ওপর হামলা চালিয়ে নির্যাতনকারী ধর্ষকের বাবা দুলাল চাচা ইউপি চেয়ারম্যান সাহেব আলী সরকারসহ ৫ জনকে আসামি করে। মিঠাপুকুর থানায় মামলা দায়ের করে। মামলা দায়ের করা হলেও পুলিশ ধর্ষকসহ ইউপি চেয়ারম্যান সাহেব আলী সরকারসহ আসামিদের কাউকেই গ্রেফতার করেনি উল্টো ওই ইউপি চেয়ারম্যান ঘটনাটিকে ধামাচাপা দেয়ার জন্য নানান কৌশলের আশ্রয় নেয়। সে ধর্ষক রাশেদুলের বাবা দুলালসহ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ধর্ষিতা স্কুলছাত্রী ও তার স্বজনদের আপস মীমাংসা করার জন্য চাপ দিতে থাকে। একপর্যায়ে তারা তাকে দিয়ে রাশেদুলের বিয়ে দেয়ার প্রস্তাব দেয়। এভাবে আপস মীমাংসার কথা বলে মূলত তারা ধর্ষণের আলামত নষ্ট করার পাঁয়তারা করে। ৭ দিন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার পর বাসায় চলে আসে। এরপর সুস্থ হয়ে বেশ কয়েকদিন পর সে স্কুলে গেলে প্রধান শিক্ষক স্কুলে আসতে নিষেধ করে। এরপর বেশ কয়েকদিন স্কুলে গেলেও তাকে ক্লাস করতে দেয়া হয়নি। গত শনিবার সে আবারও স্কুলে গেলে প্রধান শিক্ষক আনিসুর রহমান তার হাতে টিসি ধরিয়ে দেয় এবং বলে তাকে স্কুল থেকে বের করে দেয়া হয়েছে আর যেন স্কুলে না আসে। ঘটনাটি জানাজানি হলে স্থানীয়ভাবে তোলপাড় শুরু হয়। রংপুর থেকে প্রকাশিত স্থানীয় দৈনিকে এ সংক্রান্ত খবর প্রকাশিত হলে জেলা প্রশাসক রাহাত আনোয়ার এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার জন্য মিঠাপুকুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার প্রতি নির্দেশ দেন। এরপর মঙ্গলবার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মামুনুর রশীদ এসিল্যান্ড মাসুমা আরেফিন মিঠাপুকুর থানার ওসি হুমায়ুন কবীর ওই স্কুলে যান। তারা কি কারণে স্কুলছাত্রীকে টিসি দেয়া হলো জানতে চাইলে প্রধান শিক্ষক আনিসুর রহমান স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি লুৎফর রহমান কোন সদুত্তোর দিতে পারেননি। পরে তাদের টিসি দেয়ার আদেশ প্রত্যাহার স্কুলছাত্রীকে লেখাপড়া করার সুযোগ দেয়ার নির্দেশ দেন। পরে প্রশাসনের কর্মকর্তারা ধর্ষিতা স্কুলছাত্রীর বাড়িতে গিয়ে তাকে স্কুলে যাওয়ার অনুরোধ জানায় এবং তাকে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ৫ হাজার টাকা প্রদান করা হয়। সেই সাথে আসামিদের গ্রেফতার করার নির্দেশ প্রদান করা হয়। পরের দিন বুধবার রাতে ঘটনার ৪৬ দিন পর ধর্ষক রাশেদুল ইসলামকে পুলিশ গ্রেফতার করে। কিন্তু মামলার অন্যতম প্রধান আসামি ধর্ষকের চাচা ইউপি চেয়ারম্যান সাহেব আলীসহ বাকি ৪ জনকে পুলিশ রহস্যজনক কারণে গ্রেফতার করেনি। তারা এখনও প্রকাশ্যই ঘুরে বেড়াচ্ছে বলে ধর্ষিতা স্কুলছাত্রীর মা আফরোজা বেগম অভিযোগ করেন।

গতকাল দুপুর ১২টার দিকে স্থানীয় এক সাংবাদিকের মোবাইল ফোনে তিনি জানান, তার মেয়েকে ডেকে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করেছে এর বিচার চাইতে গিয়ে মেয়েসহ স্বজনদের নির্মমভাবে মারধর করে আহত করেছে অথচ পুলিশ ঘটনা ধামাচাপা দেয়া আর স্কুল থেকে টিসি দিয়ে তার মেয়েকে বের করে দেয়ার মূল নায়ক ইউপি চেয়ারম্যানকে পুলিশ গ্রেফতার করছে না সে প্রকাশ্যই ঘুরে বেড়াচ্ছে। তিনি আসামিদের দ্রুত বিচার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন।

এ ব্যাপারে মিঠাপুকুর থানার ওসি হুমায়ুন কবীরের সাথে যোগাযোগ করা হলে জানান, ধর্ষক রাশেদুল ইসলামকে গ্রেফতার করা হয়েছে অন্যান্য আসামিদের গ্রেফতারে চেষ্টা চলছে। তিনি বলেন, স্কুল কর্তৃপক্ষ অন্যায়ভাবে টিসি দিয়েছিল পরে তাদের হস্তক্ষেপে প্রত্যাহার করে নিয়েছে।

এদিকে মিঠাপুকুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মামুনুর রশীদ জানান, স্কুল কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে টিসি দিয়েছিল। এ ব্যাপারে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে বলে জানান। মামলার অন্যান্য আসামিদের গ্রেফতার করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা পুলিশকে দেয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি।